বালু দা Baloo Da 2

(Bangla + Latin)

+ 10 Indian scripts Including Latin

A perfect blend of pointy paws in a coat of fur, Baloo is an affable display typeface by Ek Type. Available in nine Indian scripts along with a Latin counterpart, the family is Unicode compliant and libre licensed. Baloo is a multiple weight, distinctive heavy spurless design with a subtle tinge of playfulness and all the bare necessities of type. Carefree yet confident, warm yet entertaining, sprightly yet intelligible, Baloo infuses life everywhere it goes.

To use the font for websites, please visit:
https://fonts.google.com

To download source files, please visit:
https://github.com/EkType/Baloo2-Variable

To download fonts, please visit:
www.ektype.in

The Baloo project develops nine separate fonts with unique local names. Each font supports one Indic subset plus Latin, Latin Extended, and Vietnamese.

Designed by:
Baloo (Devanagari): Sarang Kulkarni.
Baloo Bhai (Gujarati): Supriya Tembe, Noopur Datye.
Baloo Bhaijaan (Urdu): Devika Bhansali
Baloo Bhaina (Odia): Manish Minz, Shuchita Grover.
Baloo Chettan (Malayalam): Maithili Shingre.
Baloo Da (Bengali): Noopur Datye.
Baloo Paaji (Gurumukhi): Shuchita Grover.
Baloo Tamma (Kannada): Divya Kowshik.
Baloo Tammudu (Telugu): Omkar Shende.
Baloo Thambi (Tamil): Aadarsh Rajan.
Baloo (Latin) is collaboratively designed by Ek Type.

Type design assistance and
font engineering by Girish Dalvi.

Ek Type

এক

www.ektype.in

Baloo Thambi
Tamil+
Latin

Baloo Bhaijaan
Urdu+
Latin

Baloo Tamma
Kannada+
Latin

Baloo Tammudu
Telugu+
Latin

Baloo Chettan
Malayalam+
Latin

Baloo Bhai
Gujarati+
Latin

Baloo Bhaina
Odia+
Latin

Baloo
Latin

Baloo Da
Bangla+
Latin

Baloo Paaji
Gurmukhi+
Latin

Baloo Devanagari+
Latin

Ek Type

অআইঈউঊঋঌএঐওঔকখগঘঙ
চছজঝঞটঠডঢণতথদধনপফবভ
মযরলশষসহ।০১২৩৪৫৬৭৮৯॥ক্ক
ক্টক্ট্রক্তক্ত্রক্ত্বক্নক্মক্রক্লক্বক্ষক্ষ্ণক্ষ্মক্ষ্র
ক্ষ্বক্সখ্রখ্বগ্গগ্‌ণগ্‌দগ্ধগ্ধ্বগ্ধ্রগ্নগ্‌মগ্রগ্লগ্বঘ্নঘ্র
ঘ্বঙ্কঙ্ক্রঙ্ক্ষঙ্ক্ষ্রঙ্খ্যঙ্গঙ্ঘঙ্ঘ্রঙ্মঙ্গ্রচ্চচ্ছ
চ্ছ্রচ্ছ্বচ্ঞচ্নচ্রচ্বছ্রছ্বজ্জজ্জ্বজ্ঝজ্ঞজ্রজ্ব
ঝ্রঞ্চঞ্ছঞ্জঞ্ঝট্টটট্রট্মট্ট্রট্বঠ্রড্গড্ডড্মড্র
ড্বঢ্রণ্টণ্ট্রণ্ঠণ্ঠ্রণ্ডণ্ড্রণ্ঢণ্ঢ্রণ্ণণ্নণ্মত্রত্বত্তত্ত্র০
!"#$%&':;<=>?@[\]{}~¡¢¥©«®§
±µ¶¼ÂÆÇĐäÑæèðôÿąĞĦĶŒ↑
◊ﬂ∆ﬁ∞≠(0123456789)ABCDE
FGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklnopqrstuvwxyz
ĥħĩĶŴǘĪĴƒƯḠ‰†‡•₵₤₦₫€₱Ġ
₹₽℗Ω⅓Ỵ⅔ủ⅛Ĉ⅜ễ⅝Ặ⅞ǘỠďĕĖė

 | © 2023 All rights reserved

পাখিরালয়ের

গিধড়, হাতি, বাঘ, ষাঁড়, নেউল,
ছাগল, গণ্ডার, বানর, মাছরাঙ্গা

জলময়

দক্ষিণাঞ্চলীয় সুন্দরবন অভয়ারণ্যঃ

কি ম্যানগ্রোভ তাই বিশেষ করে তোলে

সুন্দরবনকে জালের মত জড়িয়ে রয়েছে সামুদ্রিক স্রোতধারা, কাদা চর এবং ম্যানগ্রোভ বনভূমির লবণাক্ততাসহ ক্ষুদ্রায়তন দ্বীপমালা। মোট বনভূমির ৩১.১ শতাংশ, অর্থাৎ ১,৮৭৪ বর্গকিলোমিটার জুড়ে রয়েছে নদীনালা, খাঁড়ি, বিল মিলিয়ে জলাকীর্ণ অঞ্চল। বনভূমিটি, স্বনামে বিখ্যাত রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও নানান ধরণের পাখি, চিত্রা হরিণ, কুমির ও সাপসহ অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে পরিচিত। জরিপ মোতাবেক ৫০০ বাঘ ও ৩০,০০০ চিত্রা হরিণ রয়েছে এখন সুন্দরবন এলাকায়। ১৯৯২ সালের ২১শে মে সুন্দরবন রামসার স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। - উইকিপিডিয়া

ম্যানগ্রোভ : ৭১,৫০২ বর্গ কি.মি.

www.ektype.in | © 2023 All rights reserved

Dhundul

বাগেরহাট জেলা | 89°48'00"E

The Sundarbans fishermen pray to the forest Goddess Bonbibi, who they believe will protect them from Tigers and other dangers. They normally go from island to island for about three weeks in their creaky boats collecting honey, made by some of the largest and most aggressive bees in the world.

আসামে

Salt crystals formed on a green mangrove leaf.

SUNDARBAN

নদী পলিমাটি বয়ে নিয়ে মূলত তিন ভাবে বদ্বীপ তৈরী করতে পারে; প্রথমত, নদী যদি স্থির কোন জলাধার যেমন, হ্রদ, উপসাগর, সাগর বা মহাসাগরে পতিত হয়, দ্বিতীয়ত, অপর আরেকটি নদীর সাথে মিলিত হয় এবং দ্বিতীয় নদী যদি প্রথম নদীর সাথে তাল মিলিয়ে পলিমাটি সরাতে না পারে তবে এবং তৃতীয়ত, এমন কোন ভূমধ্য অঞ্চল যেখানে নদীর পলি স্থলভাগে ছড়িয়ে পরে।

পদ্মা : ১২০ কি. মী. | মেঘনা : ১৫৬ কি. মী. | ব্রহ্মপুত্র : ২,৮৫০ কি.

 | © 2023 All rights reserved

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

Baloo Da Book

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

Baloo Da Medium

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

Baloo Da SemiBold

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

Baloo Da Bold

নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

Baloo Da Heavy

www.ektype.in | © 2023 All rights reserved

8.5/12 pt Baloo Da book

ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৩০০০-এর মতো আছে, তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি উপপ্রজাতি বা সাবস্পিসীজের সংখ্যাসহ। ২০০৪ সালের বাঘ শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর সংখ্যা ২০০-২৫০টির মতো। বাংলাদেশ ছাড়াও এদের বিচরণ রয়েছে ভারতের সুন্দরবন অংশে, নেপাল ও ভুটানে।লেজসহ একটি নর বাঘের দৈর্ঘ্য ২১০-৩১০ সেঃমিঃ, যেখানে মাদিদের দৈর্ঘ্য ২৪০-২৬৫ সেঃমিঃ।লেজের পরিমাপ হচ্ছে ৮৫-১১০ সেঃমিঃ, এবং ঘাড়ের উচ্চতা হচ্ছে ৯০-১১০ সেঃমিঃ। পুরুষদের গড় ওজন হচ্ছে

10/14 pt Baloo Da book

ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৩০০০-এর মতো আছে, তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি উপপ্রজাতি বা সাবস্পিসীজের সংখ্যাসহ। ২০০৪ সালের বাঘ শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর সংখ্যা ২০০-২৫০টির মতো। বাংলাদেশ ছাড়াও এদের বিচরণ রয়েছে ভারতের সুন্দরবন অংশে, নেপাল ও ভুটানে।লেজসহ একটি নর বাঘের দৈর্ঘ্য ২১০-৩১০ সেঃমিঃ, যেখানে মাদিদের দৈর্ঘ্য ২৪০-২৬৫ সেঃমিঃ।লেজের পরিমাপ হচ্ছে ৮৫-১১০ সেঃমিঃ, এবং ঘাড়ের উচ্চতা হচ্ছে ৯০-১১০ সেঃমিঃ। পুরুষদের গড় ওজন

8.5/12 pt Baloo Da Medium

ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৩০০০-এর মতো আছে, তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি উপপ্রজাতি বা সাবস্পিসীজের সংখ্যাসহ। ২০০৪ সালের বাঘ শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর সংখ্যা ২০০-২৫০টির মতো। বাংলাদেশ ছাড়াও এদের বিচরণ রয়েছে ভারতের সুন্দরবন অংশে, নেপাল ও ভুটানে।লেজসহ একটি নর বাঘের দৈর্ঘ্য ২১০-৩১০ সেঃমিঃ, যেখানে মাদিদের দৈর্ঘ্য ২৪০-২৬৫ সেঃমিঃ।লেজের পরিমাপ হচ্ছে ৮৫-১১০ সেঃমিঃ, এবং ঘাড়ের উচ্চতা হচ্ছে ৯০-১১০ সেঃমিঃ। পুরুষদের গড় ওজন হচ্ছে

10/14 pt Baloo Da Medium

ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৩০০০-এর মতো আছে, তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি উপপ্রজাতি বা সাবস্পিসীজের সংখ্যাসহ। ২০০৪ সালের বাঘ শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর সংখ্যা ২০০-২৫০টির মতো। বাংলাদেশ ছাড়াও এদের বিচরণ রয়েছে ভারতের সুন্দরবন অংশে, নেপাল ও ভুটানে।লেজসহ একটি নর বাঘের দৈর্ঘ্য ২১০-৩১০ সেঃমিঃ, যেখানে মাদিদের দৈর্ঘ্য ২৪০-২৬৫ সেঃমিঃ।লেজের পরিমাপ হচ্ছে ৮৫-১১০ সেঃমিঃ, এবং ঘাড়ের উচ্চতা হচ্ছে ৯০-১১০ সেঃমিঃ

Source : https://bn.wikipedia.org/wiki/বেঙ্গল_টাইগার

www.ektype.in | © 2023 All rights reserved

10/14 pt Baloo Da SemiBold

ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৩০০০-এর মতো আছে, তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি উপপ্রজাতি বা সাবস্পিসীজের সংখ্যাসহ। ২০০৪ সালের বাঘ শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর সংখ্যা ২০০-২৫০টির মতো। বাংলাদেশ ছাড়াও এদের বিচরণ রয়েছে ভারতের সুন্দরবন অংশে, নেপাল ও ভুটানে।লেজসহ একটি নর বাঘের দৈর্ঘ্য ২১০-৩১০ সেঃমিঃ, যেখানে মাদিদের দৈর্ঘ্য ২৪০-২৬৫ সেঃমিঃ।লেজের পরিমাপ হচ্ছে ৮৫-১১০ সেঃমিঃ, এবং ঘাড়ের উচ্চতা

12/17 pt Baloo Da SemiBold

ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৩০০০-এর মতো আছে, তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি উপপ্রজাতি বা সাবস্পিসীজের সংখ্যাসহ। ২০০৪ সালের বাঘ শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪৫০টি রয়েল বেঙ্গল টাইগার রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর সংখ্যা ২০০-২৫০টির মতো। বাংলাদেশ ছাড়াও এদের বিচরণ রয়েছে ভারতের সুন্দরবন অংশে, নেপাল ও ভুটানে ।লেজসহ একটি নর বাঘের দৈর্ঘ্য ২১০-৩১০ সেঃমিঃ, যেখানে মাদিদের দৈর্ঘ্য ২৪০-২৬৫ সেঃমিঃ।লেজের পরিমাপ হচ্ছে ৮৫-১১০ সেঃমিঃ, এবং ঘাড়ের উচ্চতা হচ্ছে ৯০-১১০ সেঃমিঃ। পুরুষদের গড় ওজন হচ্ছে

21/30 pt Baloo Da Bold

ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে

Source : https://bn.wikipedia.org/wiki/বেঙ্গল_টাইগার

www.ektype.in | © 2023 All rights reserved

Headline : 78/92 pt Baloo | Text : 25/33 pt Baloo Da Heavy

বেঙ্গল টাইগার

ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকায় যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়েল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। কয়েক দশক আগেও (পরিপ্রেক্ষিত ২০১০), বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের বিচরণ ছিল। পঞ্চাশের দশকেও বর্তমান মধুপুর এবং ঢাকার গাজীপুর এলাকায় এই বাঘ দেখা যেতো; মধুপুরে সর্বশেষ দেখা গেছে ১৯৬২ এবং গাজীপুরে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে ৩০০০-এর মতো আছে, তন্মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি ভারতীয় উপমহাদেশে। এই সংখ্যা হিসাব করা হয় বাঘের জীবিত দুটি

Source : https://bn.wikipedia.org/wiki/বেঙ্গল_টাইগার

www.ektype.in | © 2023 All rights reserved